

পাত্যক ইউনিয়ন পরিষদকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে পাঁত ওয়ার্ডে ৩ (তিনি) জন করে ৯ (নয়) জন নির্বাচিত সদস্য আমন্ত ইউনিয়নে পত্তা ভোটে একজন চেয়ারম্যান ৩ একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। শুনীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যাবলী পরিবর্তন ঘটে। ভাইস-চেয়ারম্যান পদ বাতিল করে পাত্যক ইউনিয়নে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং পাঁত ওয়ার্ডে ৩ (তিনি) জন করে মোট ৯ (নয়) জন নির্বাচিত সদস্যের ব্রহ্মপুরাখা হয়। এছাড়া পাঁত ইউনিয়নে দু'জন করে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন করে মনোনীত কৃষক সদস্যের ব্রহ্মপুরাখা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছরের জন্য ধর্ম করা হয়।

ଶାନ୍ତି ସରକାର (ଇଟନିଯନ ପରିଷଦ) ଅଧ୍ୟାଦେଶ, ୧୯୮୩ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଶୋଧନୀ ଅନୁୟାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟ ଭୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ ଚୟାରମ୍ୟାନ, ୯ ଜନ ସାଧାରଣ ସନ୍ଦୟ ଏବଂ ୩ ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟତ ମହିଳା ସନ୍ଦୟାଙ୍କ ଇଟନିଯନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ।

ହାମୀ ସରକାର (ଇନ୍ଡିଆନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ଦ) (ସଂଶୋଧନୀ) ଆଇନ, ୧୯୯୩ ଏ ବଲା ହୁଏ ଯେ, ପାତ୍ୟକ ଇନ୍ଡିଆନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ଦ ଏକଜନ ଚ୍ୟାରମ୍ୟନ ଥାକବେ, ତଣଟି ଓୟାର୍ଡେ ପାତ୍ୟକଟିତେ ୩ (ତିନି) ଜନ କରେ ମେଟ୍ ୯ (ନୟ) ଜନ ସଦ୍ସ ଜନଗାନେର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରାଳ୍ପାଦିତ ହବେନ ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଗତ ଆସନେର ୩ (ତିନି) ଜନ ମହିଳା ସଦ୍ସ ଇନ୍ଡିଆନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ଦରେ ଚ୍ୟାରମ୍ୟନ ଓ ସଦ୍ସ୍ୟଦେର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବିଚିତ ହବେନ ।

১৯৯৭ মালে হ্যানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৭ ২য় সংশোধনী আইন পাশ হয়। এতে বলা হয় যে, পাত্যক ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং পার্সন তিনটি ওয়ার্ড তেজে ৯টি ওয়ার্ড করা স্থানান্তরিক্ত ওয়ার্ড থেকে ১ (এক) জন মেট নয় (নয়) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন এবং পাত্য তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত আসনে একজন করে মেট ৩ (তিনি) জন মহিলা সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

বর্তমানে সকল ইউনিয়ন পরিষদ "স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯" দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনে
মোট ১০৮ টি ধারা ও ৫টি তফসিল রয়েছে। স্থানীয় ভোটারদের প্রত্যু ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং সঞ্চালিত আসনে ৩
জন মহল্লা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়।

